হোমিও চিকিৎসার সহজ পদ্ধতি

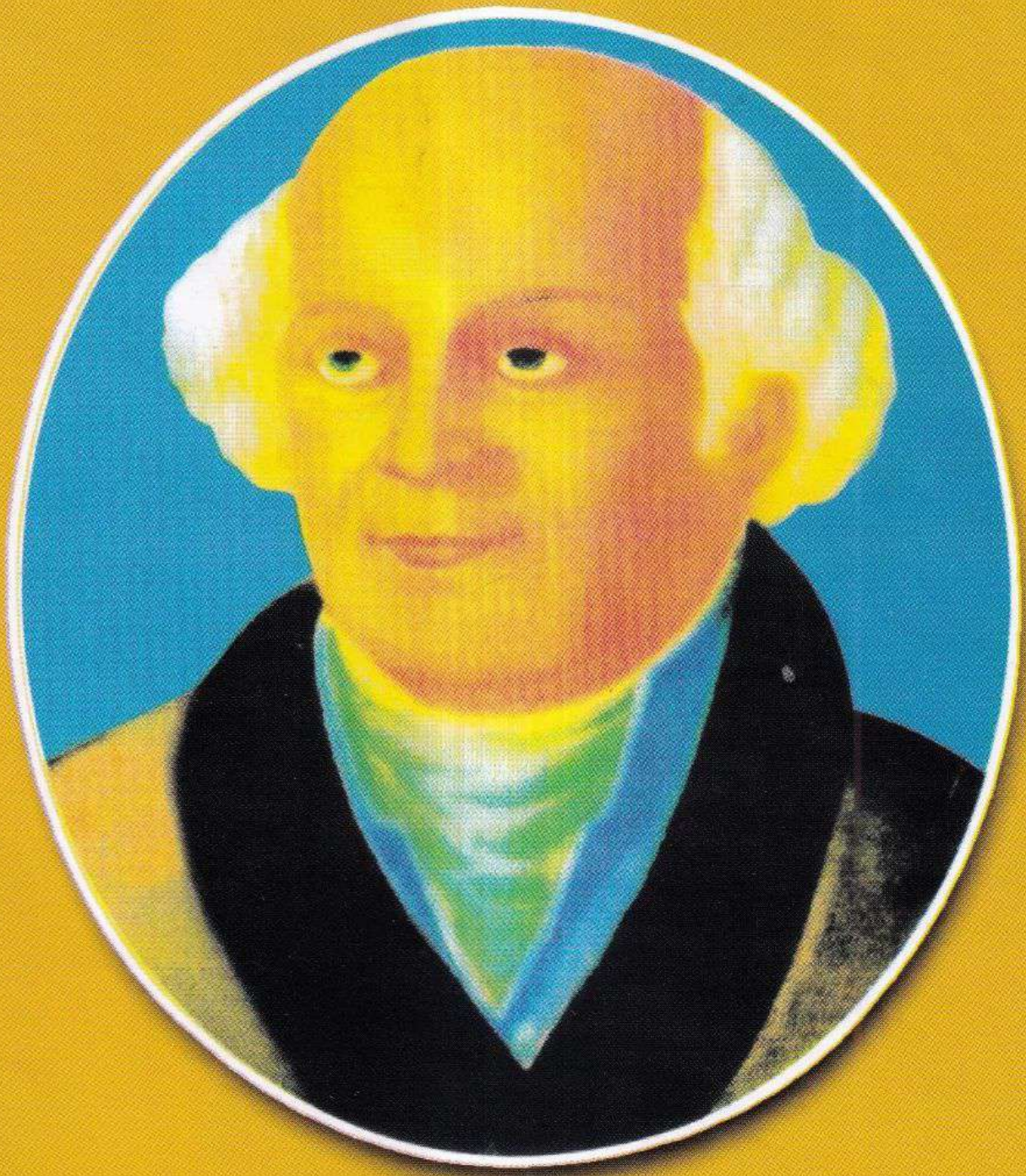

ডাঃ এস. কে. দাস

ঔষধ প্রয়োগকারীদের ঔষধের ক্রিয়াকাল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই নিম্নে উহার তালিকা দেওয়া হলো।

ঔষধের নাম	ক্রিয়াকাল	ঔষধের নাম	ক্রিয়াকাল
অরাম মেট	৫০.৬০ দিন	কেলি বাইক	০-৩০ দিন
আর্জেন্ট মেট	০-৩০ দিন	কেলি আয়োড	২০-৩০ দিন
আর্জেন্ট নাই	০-৩০ দিন	কেলি নাইট	৩০-৪০ দিন
আর্নিকা মন্ট	৬-১০ দিন	কলোসিন্থ	১-৭ দিন
আর্সেনিক	৬০-৯০ দিন	কেলি কার্ব্ব	৪০-৫০ দিন
আয়োডিয়াম	৩০-৪০ দিন	কেলি হাইড্রো	২০-৩০ দিন
ইথুজা	২০-৩০ দিন	কলোফাইলাম	০-১ দিন
ইউফ্রেসিয়া	০-৭ দিন	কোনিয়াম	৩০-৪০ দিন
ইউপেপ্টোরিয়াম	১-৭ দিন	কোবাল্ট	০-৩০ দিন
ইউফর্ব্বিয়াম	০-৫০ দিন	ক্লিমেটিস	১৪-২০ দিন
ইগ্নেসিয়া	০-৯ দিন	কুপ্রাম	৪০-৫০ দিন
ইপিকাক	৭-১০ দিন	ক্যাক্টাস গ্রান্ডি	৭-১০ দিন
ইস্কিউলাস হিপ	০-৩০ দিন	ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব	৩০-৪০ দিন
এসিড এসিটিক	১৪-২০ দিন	ক্যাল্কেরিয়া ফস	০-৬০ দিন
এসিড ফ্লুরিক	০-৩০ দিন	ক্যানাবিস স্যাট/ইন্ডিকা	১-১০ দিন
এসিড মিউর	০-৩৫ দিন	ক্যামোমিলা	২০-৩০ দিন
এসিড নাইট	৪০-৬০ দিন	কষ্টিকাম	০-৫০ দিন
এসিড ফস	০-৪০ দিন	কর্ব্বো এনিমেলিস	০-৬০ দিন
এসিড সালফ	৩০-৪০ দিন	কার্ব্বো ভেজ	০-৬০ দিন
এলিউম সেপা	০-১ দিন	ক্যান্থারিস	৩০-৪০ দিন
এলুমিনা	০-৬০ দিন	ক্যালমিয়া ল্যাট	৭-১৪ দিন
এলো সক্রোটিন	৩০-৪০ দিন	ক্যাম্পিকাম	০-৭ দিন
এমন কার্ব্ব	০-৪০ দিন	ক্যাম্ফর	০-১ দিন
এমন মিউর	২০-৩০ দিন	ক্রিয়োজোট	১৫-২০ দিন
এসেরাম	৮-১৪ দিন	ক্রোকাস স্যাট	০-৮ দিন
এসাফিটিডা	২০-৪০ দিন	ক্রোটেলাস	০-৩০ দিন
ইউক্লিপটাস	৪০-৬০ দিন	ক্রোটন টিগ	০-৩০ দিন
এনাকার্ডিয়াম	২০-৩০ দিন	গ্রাফাইটিস	৪০-৫০ দিন
এন্টিম টার্ট	২০-৩০ দিন	গুয়েকাম	০-৪০ দিন
এন্টিম ক্রুড	০-৪০ দিন	গ্লোনইন	০-১ দিন
এ্যাগ্নাস ক্যাক	৮-১০ দিন	চায়না	১৪-২১ দিন
ওপিয়াম	০-৪০ দিন	চিলিডোনিয়াম	৭-১৪ দিন
ওলিয়েন্ডা	২০-৩০ দিন	জিঙ্ক মেট	৩০-৪০ দিন
কপিয়া	১-৭ দিন	জেলসিমিয়াম	০-৩০ দিন
ককুলাস ইন্ডিকা	০-৩০ দিন	টিউক্রিয়াম	১৪-২১ দিন
কলচিকাম	১৪-২০ দিন	টেলিউরিয়াম	৩০-৪০ দিন

ঔষধের নাম	ক্রিয়াকাল	ঔষধের নাম	ক্রিয়াকাল
কলিনসোনিয়া	০-৩০ দিন	ট্যারেক্স	১৪-২১ দিন
ডাল্কমারা	০-৩০ দিন	মার্কুরিয়াস	৩০-৪০ দিন
ডায়োস্কোরিয়া	১-৭ দিন	মিনিয়েন্থিস	১৪-২০ দিন
ডিজিটেলিস	৪০-৫০ দিন	মিলিফোলিয়াম	১-৩ দিন
ড্রসেরা	২০-৩০ দিন	মিফাইটিস	০-১ দিন
তুজা অক্সি	০-৬০ দিন	মেজেরিয়াম	৩০-৬০ দিন
থেরিডিয়াম	০-৩০ দিন	লরোসিরেসাস	৪-৮ দিন
নাক্স ভমিকা	১-৭ দিন	ল্যাকেসিস	২০-৫০ দিন
নাক্স মস্কেটা	০-৬০ দিন	লাইকোপোডিয়াম	৪০-৫০ দিন
নেট্রাম কার্ব্ব	০-৩০ দিন	লিডাম পল	০.৩ দিন
নেট্রাম মিউর	৪০-৫০ দিন	লিলিয়াম টিগ	১৪-২০ দিন
নেট্রাম সালফ	৩০-৪০ দিন	রডোডেনড্রন	৩৫-৪০ দিন
পডোফাইলাম	০-৫০ দিন	রাস টক্স	১-৭ দিন
পালসেটিলা	০-৪০ দিন	রিউম	২-৩ দিন
প্লাম্বাম	২০-৩০ দিন	রুটা	০-৩০ দিন
প্যারিস	২-৪ দিন	র‍্যানান বাল্ব/সেক	৩০-৪০ দিন
প্ল্যাটিনা	৩৫-৪০ দিন	সাইক্লামেন	১৪-২০ দিন
পেট্রোলিয়াম	৪০-৫০ দিন	সাইকিউটা	৫-১০ দিন
ফস্ফোরাস	০-৪০ দিন	সাইলিসিয়া	৪০-৬০ দিন
ফাইটোলাক্কা	০-২০	গালফার	৪০-৬০ দিন
দিন			
ফেরাম	০-৫০ দিন	সার্সাপেরিলা	০-৩৫ দিন
বার্ব্বেরিস	২০-৩০ দিন	সিকেলি কর	২০-৩০ দিন
বিষমাথ	২০-৩০ দিন	ডসপিয়া	৪০-৫০ দিন
বেলেডোনা	১-৭ দিন	ডসনা	১৫-২০ দিন
ব্যাপ্টিসিয়া	৬-৮ দিন	সিমিসিফিউগা	৮-১২ দিন
ব্যারাইটা কার্ব্ব	০-৪০ দিন	সেনেগা	০-৩০ দিন
বোরাক্স	০-৩০ দিন	সেলিনিয়াম	০-৪০ দিন
বোভিষ্টা	৭-১৪ দিন	স্যাবাইনা	২০-৩০ দিন
ব্রায়োনিয়া	৭-২১ দিন	সোরিণাম	৩০-৪০ দিন
ব্রোমিয়াম	২০-৩০ দিন	স্পাইজেলিয়া	২০-৩০ দিন
ভার্বসকাম	৮-১০ দিন	ষ্ট্যানাম	০-৬৫ দিন
ভায়োলা অডো	২-৪ দিন	স্যাম্বুকাস	০-১ দিন
ভায়োলা ট্রাই	৮-১৪ দিন	ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	২০-৩০ দিন
ভিরেট্রাম	২০-৩০ দিন	হাইপেরিকাম	১-৭ দিন
ম্যাগ কার্ব্ব	৪০-৫০ দিন	হায়োসিয়ামাস	৬-১৪ দিন
ম্যাঙ্গেনাম	৪০-৫০ দিন	হিপার সালফ	৪০-৫০ দিন
মস্কাস মিউর	০-১ দিন	হেমামেলিস	১-৭ দিন
ম্যাগ মিউর	০-১ দিন	হেলিবোরাস	২০-৩০ দিন

ঔষধের নাম	ক্রিয়াকাল	ঔষধের নাম	ক্রিয়াকাল
কলিনসোনিয়া	০-৩০ দিন	ট্যারেক্স	১৪-২১ দিন
ডাল্কমারা	০-৩০ দিন	মার্কুরিয়াস	৩০-৪০ দিন
ডায়োস্কোরিয়া	১-৭ দিন	মিনিয়েন্থিস	১৪-২০ দিন
ডিজিটেলিস	৪০-৫০ দিন	মিলিফোলিয়াম	১-৩ দিন
ড্রসেরা	২০-৩০ দিন	মিফাইটিস	০-১ দিন
তুজা অক্সি	০-৬০ দিন	মেজেরিয়াম	৩০-৬০ দিন
থেরিডিয়াম	০-৩০ দিন	লরোসিরেসাস	৪-৮ দিন
নাক্স ভমিকা	১-৭ দিন	ল্যাকেসিস	২০-৫০ দিন
নাক্স মস্কেটা	০-৬০ দিন	লাইকোপোডিয়াম	৪০-৫০ দিন
নেট্রাম কার্ব্ব	০-৩০ দিন	লিডাম পল	০.৩ দিন
নেট্রাম মিউর	৪০-৫০ দিন	লিলিয়াম টিগ	১৪-২০ দিন
নেট্রাম সালফ	৩০-৪০ দিন	রডোডেনড্রন	৩৫-৪০ দিন
পডোফাইলাম	০-৫০ দিন	রাস টক্স	১-৭ দিন
পালসেটিলা	০-৪০ দিন	রিউম	২-৩ দিন
প্লাম্বাম	২০-৩০ দিন	রুটা	০-৩০ দিন
প্যারিস	২-৪ দিন	র‍্যানান বাল্ব/সেক	৩০-৪০ দিন
প্ল্যাটিনা	৩৫-৪০ দিন	সাইক্লামেন	১৪-২০ দিন
পেট্রোলিয়াম	৪০-৫০ দিন	সাইকিউটা	৫-১০ দিন
ফস্ফোরাস	০-৪০ দিন	সাইলিসিয়া	৪০-৬০ দিন
ফাইটোলাক্কা	০-২০	গালফার	৪০-৬০ দিন
দিন			
ফেরাম	০-৫০ দিন	সার্সাপেরিলা	০-৩৫ দিন
বার্ব্বেরিস	২০-৩০ দিন	সিকেলি কর	২০-৩০ দিন
বিষমাথ	২০-৩০ দিন	ডসপিয়া	৪০-৫০ দিন
বেলেডোনা	১-৭ দিন	ডসনা	১৫-২০ দিন
ব্যাপ্টিসিয়া	৬-৮ দিন	সিমিসিফিউগা	৮-১২ দিন
ব্যারাইটা কার্ব্ব	০-৪০ দিন	সেনেগা	০-৩০ দিন
বোরাক্স	০-৩০ দিন	সেলিনিয়াম	০-৪০ দিন
বোভিষ্টা	৭-১৪ দিন	স্যাবাইনা	২০-৩০ দিন
ব্রায়োনিয়া	৭-২১ দিন	সোরিণাম	৩০-৪০ দিন
ব্রোমিয়াম	২০-৩০ দিন	স্পাইজেলিয়া	২০-৩০ দিন
ভার্বসকাম	৮-১০ দিন	ষ্ট্যানাম	০-৬৫ দিন
ভায়োলা অডো	২-৪ দিন	স্যাম্বুকাস	০-১ দিন
ভায়োলা ট্রাই	৮-১৪ দিন	ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	২০-৩০ দিন
ভিরেট্রাম	২০-৩০ দিন	হাইপেরিকাম	১-৭ দিন
ম্যাগ কার্ব্ব	৪০-৫০ দিন	হায়োসিয়ামাস	৬-১৪ দিন
ম্যাঙ্গেনাম	৪০-৫০ দিন	হিপার সালফ	৪০-৫০ দিন
মস্কাস মিউর	০-১ দিন	হেমামেলিস	১-৭ দিন
ম্যাগ মিউর	০-১ দিন	হেলিবোরাস	২০-৩০ দিন

রোগ প্রতিষেধক ঔষধ

æPREVENTION IS BETTER THEN CURE"

রোগের নাম	প্রতিষেধক ঔষধ
আরগট অপব্যবহার	চায়না 1x, নাক্স ভম, 1x, ককুলাস 30
ইনফ্লুয়েহ্জা	ইনফ্লুয়েনজিন 30 বা 200 অথবা মিউকোব্যাকটর 30।
কলেরা/এমিয়াটিক কলেরা	আর্সেনিক এ্যাল 30, কুপ্রাম মেট 3, কুপ্রাম-আর্স 3x, নেট্রাম সালফ 6xএ
কর্নমূল প্রদাহ (মাম্স)	মার্ক সল 30 বা প্রোরোটিডিয়াম 200
গরম (উগ্র) ঔষধ অপব্যবহার	নাক্স ভমিকা 1x
ঘুংড়ি কাশি	ব্যাসিলিনাম 200
জলাতঙ্ক	ষ্ট্যামোনিয়াম 200
ডিপথিরিয়া	ডিপথিরিয়াম 200
ডেঙ্গুজ্বর	ইনফ্লুয়েনজিন 200 বা মিউকোব্যাকটর 30
ডিজিটেলিস অপব্যবহারে	এসিড নাইট 6
ধনুষ্টঙ্কর সম্ভাবনায়	হাইপেরিকাম 200
ধুমপান হেতু উপসর্গে	আর্সেনিক 6, আর্জ্জেন্ট নাইট 3
প্লেগ	ট্যারেনটিউলা কিউ 30
ফাইলেরিয়া	ক্যাপসিকাম 30
বসন্ত	ম্যালেড্রিনাম ২০০ বা ভ্যারিওলিয়াম 200 বা ভ্যাক্সিনিনাম ২০০
বর্ষাকালীন ঠান্ডা লাগায়	ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব 200
মুত্র বা পিত্ত পাথরি	লাইকো 200 বা ক্যাল্কে কার্ব্ব 30 বা চায়না 200
শীতকালীন ঠান্ডা লাগায়	কেলি কার্ব্ব 200
সিফিলিস	ক্যামোমেল মলম (সঙ্গমের পূর্বে যৌনাঙ্গে ব্যবহার্য), হাইড্রাস পার-ক্লোর লেশন (সঙ্গমের পর ইহা দ্বারা যৌনাঙ্গ ধৌত করণ)।
হাম জ্বর	মার্বলিনাম 200 বা পালসেটিলা 3

রোগ প্রতিষেধক ও অপব্যবহার নিবারণের জন্য ঔষধের সেবন বিধি

ঔষধ নির্বাচনের পর অর্ধ/এক মাত্রা (বয়স অনুসারে) নিম্ন শক্তি দিনে ৩/৪ বার অথবা উচ্চ শক্তি দিনে ২/১ বার ২-৪ দিন খালি পেটে সেবন করা শ্রেয় অথবা অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেবনীয়।

সূচীপত্র

রোগের নাম	পৃষ্ঠা
অ	
অম্ল ও অজীর্ন রোগ	০১
অর্শ রোগ	৩২
অন্ড কোষের পীড়া	৭৮
অন্ড কোষের চুলকানি	৭৯
অন্ত্রবৃদ্ধি বা হার্নিয়া	৮০
অসাড়ে মূত্র ত্যাগ	১০০
অনিয়মিত ঋতুস্রাব বা মাসিক	১০৩
অতি রজঃস্রাব	১০৬
অঙ্গ বিশেষে ক্যান্সোরের ঔষধ	১৮২
অঞ্জনি বা এলানি	২০২
অঙ্গ বিশেষে বাতের	২১৩
অনিদ্রা বা নিদ্রাহীনতা	২৩৬
অধিক, নিদ্রা	২৩৮
অরুচি বা ক্ষুধার অভাব	২৫৪
অকাল বার্ধক্য রোগ	২৫৩
আ	
আমাশয়	০৪
আমবাত (এলার্জি)	৫৪
আঘাত লাগা	১৫৯
আঁচিল বা উপমাংস	১৭৫
আঙ্গুঁল হাড়া (প্রদাহ)	২৩৮
আঙ্গুঁলের ফাঁকে হাজা ঘা	২৪০
আগুনে বা চুনে পুড়ে গেলে	২৮৭
ই	
ইনফ্লুয়েঞ্জা	১৭
ইঁদুর বা বিড়ালে কামড়ালে	২৮৬
ইলেক্ট্রিক শক্	২৯০
উ	
উদরাময়	০৭
উপমাংস বা আঁচিল	১৭৫
উপাঙ্গ প্রদাহ	১৮৪
উকুন	২০৮
উদরী বা শোথ	২২৬
উচ্চ রক্ত চাপ	২৩৪
উন্মাদ বা মানসিক রোগ	২৪৬
ঋ	
ঋতু অনুসারে উদরাময়	০৯
ঋতু ভেদে জ্বরের ঔষধ	৫৯
ঋতুশূল বা বাধক বেদনা	১০৫
ঋতুস্রাব বা মাসিক বন্ধ	১০৮
এ	
একজিমা	৪৪
একশিরা বা হাইড্রেসিল	৮১
এ্যাপেন্ডিসাইটিস	১৮৪
এলানি বা অঞ্জনি	২০২
ক	
কোষ্ঠ কাঠিন্য	১২
কাশি	৭০
কণ্ঠনালী প্রদাহ	১২৬
কিডনী বা মূত্রপিন্ডে পাথরি	১৫৪
কিডনির পাথর গলাতে	১৫৫
কর্ণ বা শ্রবণ ইন্দ্রিয়	১৮৫
কর্ণ পীড়া	১৮৫
কর্ণমূল প্রদাহ ও যন্ত্রণা	১৮৭
কান পাকা বা কানে পুঁজ	১৮৯
ক্যান্সার ম্যালিগন্যান্ট টিউমার	১৮০
কানে কম শোনা (বধিরতা)	১৯০
কোমরে বাত বেদনা	২১৭
কৃমি রোগ	২৬২
কলেরা রোগ	২৬৪
কুষ্ঠ বা গোদ রোগ	২৭৪

রোগের নাম	পৃষ্ঠা
কাঁটা বা পিন্ ফোঁটলে	২৮৪
কেঁটে বা ফেঁটে গেলে	২৮৫
কুকুর বা কীট পতঙ্গে কামড়ালে	২৮৬
ক্রিয়া নামক ঔষধ	২৯৬
খ	
খুঁজলী পাঁচড়া	৪৬
খাদ্যনলী সঙ্কোচন	১২৭
খুস্‌কি বা মরামাস	২০৭
খিঁচনী বা তড়কা রোগ	২৭৫
গ	
গ্যাষ্ট্রিক (অম্ল) রোগ	০৩
গর্ভাবস্থায় উদারাময়	১১
গুহ্যদ্বারের পীড়া	৩১
গুগগুল (সরলান্ত্র) বের হওয়া	৩৫
গরম গোটা	৪৮
গনোরিয়া (প্রমেহ) রোগ	৮৫
গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব	১২৫
গলনলীর পীড়া	১২৭
গলায় ক্ষত	১২৯
গলায় খেঁকার দেওয়া	১৩০
গলা ভাঙ্গা বা স্বরভঙ্গঁ	১৩০
গলগন্ড রোগ	১৩৩
গা-বমি-বমি	১৫৭
গেঁটে (সন্ধি) বাত ও প্রদাহ	২২০
ঘ	
ঘামাচি	৫৪
ঘুংড়ি কাশি	৭২
ঘাড়ে বাত বেদনা	২২৩
ঘর্ম (হাত-পা, সর্বাঙ্গে)	২৪৩
চ	
চর্ম পীড়া	৩৭
চুলকানি	৪০
চোখ বা দৃষ্টি ইন্দ্রিয়	১৯২
চোখের রোগ	১৯৩
চোখ উঠা	১৯৫
চোখে ঝাপ্‌সা দেখা	১৯৬
চোখে ছানি পড়া	১৯৭
চোখের পাতা নাচা	২০০
চোখের পাতায় পক্ষাঘাত	২০০
চোখের পাতায় টিউমার	২০৩
চুলের রোগ	২০৪
চর্বি বা মেদ কমাতে	২৮১
চর্বি বা মেদ বাড়াতে	২৮২
ছ	
ছাল (গাত্রত্বক) উঠা	৫৬
ছোঁদ বা ছুলি	৫৮
জ	
জ্বরের প্রকৃতি অনুযায়ী ঔষধ	৬০
জ্বর (সবিরাম ও অবিরাম)	৬১
জরায়ু প্রদাহ	১১৩
জরায়ু হতে রক্তস্রাব	১১৪
জরায়ুর স্থানচ্যুতি	১১৬
জরায়ুর টিউমার (অর্ব্বুদ)	১১৭
জরায়ুর ক্যান্সার	১১৮
জন্ম (গর্ভ সঞ্চার) রহস্য	১১৯
জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা গর্ভরোধ	১২২
জন্ডিস বা ন্যাবা	১৪৯
জিহ্বায় ক্ষত বা প্রদাহ রোগ	১৬৮
জ্বালা বা প্রদাহ	২০৮
ট	
টাইফয়েড জ্বর	৬৫
টনসিল প্রদাহ	১৩২
টিউমার বা অর্ব্বুদ	১৭৮

রোগের নাম	পৃষ্ঠা
টিটেনাস (ধনুষ্টঙ্কার)	২২৭
ঠ	
ঠান্ডা লাগা	১৪
ঠোঁটের কোণে ঘা	১৭০
ঠুনকো বা স্তনপ্রদাহ	১৭১
ড	
ডেঙ্গুঁ জ্বও	৬৮
ডিম্বকোষ প্রদাহ ও স্নায়ুশূল	১১২
ডায়বেটিস বা বহুমূত্র রোগ	২৩১
ডিপথেরিয়া	২৬৮
ঢ	
ঢেঁকুর বা হিক্কা উঠা	১৫৮
ত	
তরুণ সর্দ্দি-হাঁচি-কাশি	১৫
তোৎলামি	২৮৯
তড়িৎ আহত হলে	২৯০
দ	
দাদ বা দদ্রু	৫৩
দ্রুত বীর্যপাত (ধাতুদৌর্বল্য)	৮৮
দুধের ন্যায় প্রস্রাব	৯৭
দান্ত-বমি	১৫৮
দাঁতের রোগ	১৬২
দন্তশূল বা দাঁত ব্যথা	১৬৫
দিন কানা রোগ	১৯৯
দাঁড়িতে ইরাপসন	২৮৮
ধ	
ধাতুদৌর্বল্য বা দ্রুত বীর্যপাত	৮৮
ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতা	৮৯
ধবল বা শ্বেতী	২৭৫
ধনুষ্টঙ্কার (টিটেনাস)	২৭৭

রোগের নাম	পৃষ্ঠা
ন	
নবজাত শিশুর প্রসাব ও কান্না বন্ধ	৩৬
নাসিকার কার্যকারীতা	১৩৫
নাকের পীড়া	১৩৬
নাক ডাকা রোগ	১৩৮
নাকের ভিতর ঘা বা ক্ষত	১৩৯
নাকে পলিপাস বা নাসার্ব্বুদ	১৪০
নেত্রনালী বা শোষ ঘা	২০১
নিম্ন রক্তচাপ	২৩৩
নখের পিড়া	২৪১
ন্যাবা বা কামলা (জন্ডিস)	১৪৯
নেশা কমাতে	২৮৭
প	
পুরাতন আমাশয়	০৫
পুরাতন সর্দ্দি	১৭
প্লুরিসি বা ফুস্‌ফুসবেষ্ট প্রদাহ	২২
পুনঃ পুনঃ ফোঁড়া	৪৮
পুরুষ প্রজনন তন্ত্র	৭৭
প্রষ্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি ও প্রদাহ	৮২
প্রস্রাবের পীড়া	৯৩
প্রস্রাগের ও মূত্রাশয়ে জ্বালা	৯৫
প্রস্রাব কম হওয়া	৯৮
প্রসব বেদনা আরম্ভে	১২৩
পরিপাক তন্ত্র	১৪২
পাকস্থলীর পীড়া	১৪৩
পাকাশয়ের ক্ষত	১৪৫
প্লীহার বিবর্ধন	১৪৮
পেটে ব্যথা বা উদরশূল	১৫০
পেটে ফাঁপা	১৫১
পিত্ত কোষে পাথরি	১৫২
পিত্ত কোষের পাথর গলাতে	১৫৫
পোকা দাঁতে যন্ত্রণা	১৬৬
প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাত	২২৪
পায়ে কড়া বা হাড় কাটা	২৪২
পোড়া মালঙ্গিঁ বা নারাঙ্গাঁ	২৬১

রোগের নাম	পৃষ্ঠা
পায়ে কড়া বা হাড় কাটা	২৪২
প্লেগ রোগ	২৬৭
পিন্ বা লোহা ফোঁটলে	২৮৪
পরবর্তী অনুকূল ঔষধ	২৯৬
পরিপূরক ঔষধ	৩০৩
ফ	
ফুস্‌ফুসের পীড়া	২০
পিশ্চুলা (ভগন্দর)	৩৪
ফোঁড়া বা স্ফোটক	৪৭
ব	
বক্ষ:স্থলের বা ফুস্‌ফুসের পীড়া	২০
ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া	২৩
বাগী বা গ্ল্যান্ডের স্ফীতি	৪৯
ব্রণ বা বয়স ফোঁড়া	৫১
বিষ ব্রণ (কাব্বংকাল)	৫২
বিবর্ণ গাত্রত্বক	৫৬
বিছানায় প্রস্রাব করা	৯৬
বন্ধ্যাত্ব বা সন্তান না হওয়া	১২০
বমি বা বমন	১৫৫
বধিরতা বা কানে কম শোনা	১৯০
ব্যথা বা বেদনা	২১০
বাত ব্যাধি	২১৩
ব্লাড সুগার	২৩১
বহুমূত্র রোগ	২৩১
বলকারক ঔষধ	২৫১
বেবী টনিক	২৫৩
বসন্ত রোগ	২৬৬
বায়োকেমিক মিশ্র ঔষধের তালিকা	৩০৮
বায়োকেমিক ঔষধের নাম	৩০৬
ভ	
ভগন্দর (ফিশ্চুলা)	৩৪
ভ্যাদাল ব্যথা	১২৪
ভয় পাওয়া	২৫৯
ম	
মাসিক অবস্থায় উদরাময়	১১
মেছতা বা মুখমন্ডলে দাগ	৫৭
ম্যালেরিয়া জ্বও	৬৪
মাথা ব্যথা বা শির:পীড়া	৭৪
মাথা গোঢ়া বা শির:ঘূর্ণন	৭৬
মূত্র অবরোধ	৯৯
মুখে ঘা বা ক্ষত	১৬৭
মাথায় টাক পড়া	২০৬
মহিলাদের দাঁড়ি-গোঁফ উঠা	২০৬
মস্তিষ্কের পীড়া	২৪৫
মানসিক (উন্মাদ) রোগ	২৪৬
মৃগী (অপস্মার) রোগ	২৭০
মনে রাখবেন	২৯১
মন্ত্রের মত কাজ কওে	৩০৯
য	
যোনিতে চুলকানি	৪২
যোনি প্রদাহ	৪৩
যক্ষ্মা (ক্ষয়) রোগ	২৭২
র	
রক্তামাশয় রোগ	০৬
রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি	২৭
রূপান্তরিত বা স্থানান্তরিত ব্যাধি	৫৫
রক্তের ন্যায় প্রসাব	৯৭
রজঃরোধ বা ঋতুবন্ধ	১০৮
রক্তার্ব্বুদ	১৯৯
রাত কানা রোগ	১৯৯
রক্তক্ষরণ বা রক্তস্রাব	২২৮
রক্তদূষিত হলে	২৩০
রক্তশূন্যতা	২৪৯
রিকেট বা পুঁয়ে পাওয়া	২৬০

রোগের নাম	পৃষ্ঠা
ল	
লিউকোরিয়া (শ্বেত প্রদর)	১১০
লিভার বা যকৃতের পীড়া	১৪৬
লক্ষণানুসারে বিকারের ঔষধ	২৪৮
শ	
শ্বাস তন্ত্র	১৯
শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট	২১
শিশুদের কান্না	৩৬
শ্বেত প্রদর স্রাব	১১০
শোথ বা উদরী	২২৬
শিশুদের দন্তোদগমকালীন পীড়া	২৫৭
শিশুদের লালা পড়া	২৫৮
শ্বেতী বা ধবল	২৭৫
শক্র ভাবাপন্ন ঔষধ	৩০৩
স	
সূতিকা জ্বও	৬৯
সিফিলিস (উপদংশ) রোগ	৮৩
স্বপ্ন দোষ	৮৭
সঙ্গমে অনিচ্ছা	৯২
সঙ্গমকালে কষ্ট	৯২
স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র	১০২
স্বল্প রজঃস্রাব	১০৮
সহজ প্রস্রব ক্রিয়া	১২২
স্বরভঙ্গঁ বা গলাভাঙ্গাঁ	১৩০
স্নায়ুশূল	১৬১
স্তন প্রদাহ বা ঠুনকো	১৭১
স্তনে টিউমার বা দূষিত আব	১৭২
স্থানভেদে আঁচিলের ঔষধ	১৭৪
সায়েটিকা বাত বেদনা	২২১
স্নায়ুবিক দৌর্বল্য	২৫০
স্তন দুগ্ধ বাড়াতে	২৭৮
স্তন দুগ্ধ কমাতে	২৭৯
স্তনের পরিপুষ্টতা	২৮০
স্মরণ শক্তি কমে গেলে	২৮২
স্বপ্ন দেখা	২৯০
হ	
হাঁপানি রোগ	২৫
হৃদরোগ	২৮
হৃৎপিন্ডের বৃদ্ধি	৩০
হারিস বা সরলান্ত্র বের হওয়া	৩৫
হাম জ্বও	৬৭
হুপিং কাশি	৭৩
হস্তমৈথুন প্রতিরোধ	৮৬
হাঁটুতে বাত ও প্রদাহ	২১৮
হাড় কাঁটা বা পায়ে কড়া	২৪২
হার্ট টনিক	২৫২
হজম গোলমাল	২৫৫
হজমের ঔষধ	২৫৬
হিষ্টিরিয়া বা মুচ্ছা বায়ু	২৭২
হাড় ভেঙ্গে গেলে	২৮৩
ক্ষ	
ক্ষুধার অভাব	২৫৪
ক্ষয় রোগ	২৭২
ক্ষৌরকুন্ড (দাঁড়িতে ইরাপসান)	২৮

অম্ল ও অজীর্ণ রোগ
ACIDITY & DYSPEPSIA

☛ **এবিস নায়গ্রা (Abis Nigra) 30 ঃ-** অতিরিক্ত চা, কফি, পান ও তামাক বা তামাক জাতিয় দ্রব্য খাওয়ার ফলে অম্বল (ডিস্পেপসিয়া)। ভুক্ত দ্রব্য রোগীর বুকের দিকে ঠেলে উঠে বা পেটে গোলার মত আটকে থাকে (চায়না– আহারের পর বুকের মধ্যস্থলে গোলার মত একটি পদার্থ ঠেলে উঠে), গলায়ও জড়িয়ে উঠে এবং পাকস্থলীর মুখে অর্থাৎ গলার নিচে মনে হয় যেন একটি সিপি (Plug) বসানো আছে (এনাকার্ডিয়াম)। ইহার রোগীর একটি অদ্ভুত লক্ষণ হল– দুপুরে ও রাতে ক্ষুধা পায়, অনেক সময় ক্ষুধার জন্য ঘুম পর্যন্ত হয় না। কিন্তু প্রাতঃকালে বিন্দু মাত্র ক্ষুধা থাকে না। নার্ভাস, কোষ্ঠবদ্ধতা, রাতে অনিদ্রা, আহারের পর পেটে ব্যথা ইত্যাদিতে ইহা খুবই উপকারী।
সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে ৩-৪ ঘন্টা অন্তর কয়েক মাত্রা। প্রয়োজনে আরও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

☛ **এসিড ল্যাকইটক (Acid Lactic) 30 বা 200 ঃ-** রোগী যা খায় তা-ই অম্বলে পরিণত হয়, কুট্ বা তিক্ত ঢেঁকুর উঠে ও জ্বালাসহ এক প্রকার ঝাঝাল গ্যাস পাকস্থলী হতে গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে। মুখে জল বা লালা উঠে, বমি বা গা-বমি-বমি ভাব। গলার ভিতর একটি গোলাকার বা পটুলির মত পদার্থ আটকে থাকার অনুভূতি, এজন্য রোগী বার বার ঢোক গিলে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা কার্যকরী।
সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে দিনে ৩ বার বা ২ বার কয়েক মাত্রা সেবনীয়।

☛ **কার্বো ভেজ (Carbo Veg) 30 বা 200 ঃ-** ইহার রোগী শীতকাতর, অথচ মুক্ত হাওয়া বা পাখার বাতাস চায়, অন্ধকারে ভুতের ভয়, স্মৃতি শক্তি হ্রাস। এরূপ ধাতুর রোগীদের খাদ্য দ্রব্য ভালরূপে হজম হয় না, নষ্ট বা বাসি খাবার খেলে নিচের পেটে বায়ু জমে (উপরে পেটে বায়ু জমে– লাইকো। সমস্ত পেটে বায়ু জমে– চায়না)। সহসা ঢেঁকু উঠে না, যদিও উঠে উহা চোঁঙ্গা বা পঁচা। ঢেঁকুরে খাদ্য দ্রব্যের বিশেষতঃ ২/১ দিন পূর্বের ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধ পাওয়া যায়, দুর্গন্ধ বাতকর্ম, উদগারে উপমম ইত্যাদিতে কার্যকরী।
সেবন বিধি ঃ এক মাত্রা করে দিনে ৩ বার বা ২ বার কয়েক মাত্রা সেব্য।

☛ **নাক্স ভমিকা (Nux Vom) 3x, 30 ঃ-** রোগী যা কিছু খায়, তা হজম হয় না, পেটে গ্যাস হয়, খাওয়ার ২/৩ ঘন্টা পর বেদনা অনুভব করে (খাওয়ার ২/১ ঘন্টা পূর্বে বেদনায়– এনাকার্ডিয়াম), মুখে টক্ ও তিক্ত স্বাদ বোধ। রাত জাগা, অপরিমিত ভোজন, মাদক দ্রব্য সেবন, বহুদিন রোগে ভোগে আহারে অরুচি বা আহার মাত্রই বমি (আর্স, ফস)। উদর শূলের সাথে 'ঘন ঘন বাহ্যের বেগ হয়, অথচ বাহ্যে তেমন হয় না" এই লক্ষণে নাক্স ভম শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে পুনঃ পুনঃ কয়েক বার। 30 শক্তি এক মাত্রা করে দিনে ৩ বার। পুরাতন রোগে 200 বা 1M কয়েক মাত্র ব্যবহার্য্য।

☞ **নেট্রাম কার্ব (Natrem Carb) 6 বা 30 ঃ-** রোগীর পেটে বায়ু সঞ্চয় হওয়া, আহারের পর পেটে ফোলা (পুরাতন পিস্পেপসিয়ায় পেটে এত বায়ু জমে যে মনে হয় পেটে ফেটে যাবে- আর্জ্জেন্ট নাইট, এসাফিটিডা)। পেট কামড়ানি ব্যথা বা পেট শক্ত বা ভারী হয়ে থাকা, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ। অম্বলের ঢেঁকুর উঠা, গা-বমি-বমি করা, মুখে জল উঠা (এসিড ল্যাক্টিক), প্রাতঃকালে কাট বমি বা ওয়াক উঠা। শাক-সবজি ও ষ্টার্চি দ্রব্য খাওয়া আদৌ সহ্য হয় না ইত্যাদি লক্ষণে ইহা কার্যকরী।

সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে প্রত্যহ ৪ বা ৩ বার। পুরাতন রোগে আরো উচ্চ শক্তি।

☞ **পালসেটিলা (Pulsetila) 3x ঃ-** চর্বিযুক্ত মাংস, ঘৃতপক্ক পোলাও, উগ্র মশলাযুক্ত খাদ্য, অধিক মিষ্টি বা মিষ্টান্ন ভোজন জনিত অজীর্ণ বা উদরাময়, পেটে ব্যথা, খাদ্য দ্রব্য বুকের দিকে ঠেলে উঠে (এবিস নায়গ্রা, চায়না; উক্ত লক্ষণসহ গা-বমি-বমি ভাব থাকলে-ইপিকাক)। ইহার রোগী শান্ত-নম্র ও অভিমানী, সামান্য কথায় কেঁদে ফেলে, গরম কাতর, মুক্ত বাতাস পছন্দ করে ইত্যাদি ধাতুযুক্ত ব্যক্তিদের যে কোন পীড়ায় ইহা আমোষ।

সেবন বিধি ঃ- ২/৩ ফোঁটা মাত্রায় ২ ঘন্টা অন্তর কয়েক বার। পুরাতন ও জটিল রোগের আরো উচ্চ শক্তি।

☞ **ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব (Magnesia Carb) 30 বা 200 ঃ-** রুটি, আলু খেলে বুক জ্বলে, টক্ ঢেঁকুর উঠে, মুখ টক্ হয় (রোবিনিয়া)। রোগী বদমেজাজী, খিট্খিটে স্বভাবের, শীতকাতর, মাংস অত্যন্ত পছন্দ করে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী।

সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে দিনে ৩ বা ২ বার সেবনীয়।

☞ **লক্ষণানুসারে (Symptomatic) ঃ** এসিড ফ্লুয়োরিক, সালফার, হাইড্র্যাষ্টিস।

বায়োকেমিক ঔষধ
BIOCHEMIC MEDICIN

☞ **নেট্রাম ফস (Nat Phos) 3x, ক্যাল্কে ফস (Cal Phos) 3x, ম্যাগ ফস (Mag Phos) 3x ঃ-** রোগীর অম্ল উদ্গার, মুখে অম্ল স্বাদ, টক্ জল উঠা, বুক জ্বালা করা, পেটে প্রচুর বায়ু জমে, অম্ল গন্ধযুক্ত দাস্ত বা বমি, আহার করবার ইচ্ছা করলেই পেট কামড়ানি বেদনা হয়, হজম শক্তি হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত যে কোন অজীর্ণ পীড়ায় ইহা অব্যর্থ।

সেবন বিধি ঃ- (৪+৪+৪+) = ১২ টি ট্যাবলেট মাত্রায় উষ্ণ জলসহ দিনে ৩ বার কয়েক দিন সেবনীয়। প্রয়োজনে উক্ত ঔষধের 6x শক্তি প্রযোজ্য।

গ্যাষ্ট্রিক (অম্ল) রোগ
ACIDITY

☛ **আইরিস ভার্জ (Iris Verg) 30 বা 200 ঃ-** অম্লগ্রস্থ রোগীর বুক দিয়ে ঝাঝাল শিস্ উঠে, উদ্গার বা বমি হয়, মুখ হ'তে অনবরত লালা নির্গত হয়। বমির পর পেট হ'তে গলা পর্যন্ত আগুনে পুড়ে যাবার মত ভীষণ জ্বলতে থাকে (জ্বালা না থাকলে– এসিড অক্জ্যালিক)। রোগী মুখ, পাকস্থলী, অন্ত্র ও প্যানক্রিয়াসে আগুনের জ্বালা।

সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে দিনে ৩ বা ৪ বার কয়েক মাত্রা সেবনীয়।

☛ **রোবিনিয়া (Robinia) θ-6 ঃ-** গ্যাষ্ট্রিক বা অম্ল রোগের যে কোন অবস্থায় রোগীর পাকস্থলী ভার বোধ, টক্ ঢেঁকুর, টক্ বমি, **বিশেষতঃ দাঁত মুখ খুব টক্ হয়ে গেলে ইহা অতি উত্তম ঔষধ।**

সেবন বিধি ঃ- θ শক্তি ৫-১০ ফোঁটা ঠান্ডা জলে মিশিয়ে দিনে ৩ বার সেব্য। পরে 6 শক্তি ১ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৩ বার খাওয়ার পর কিছু দিন সেবনীয়।

☛ **এসিড সালফ (Acid Sulph) 6 বা 30 ঃ-** ইহার রোগীর পেটে প্রচুর বায়ু হয়, ক্রমাগত হেউ হেউ করে ঢেঁকুর উঠে (কেলচিকাম), টক্ গন্ধযুক্ত বমি হয়, বুক জ্বালা করে (আইরিস ভার্জ,) হল্দে রঙের বাহ্যেসহ দুর্বলতা। ইহার শিশুকে ভাল করে ধুইয়ে মুছে দিলেও গায়ে টক্ গন্ধ থাকে (ম্যাগকার্ব, রিউম, হিপার)।

সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে দৈনিক ৪ বার বা ৩ বার সেবনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- গ্যাষ্ট্রিক বা অশ্বলের ব্যথায় আর্সেনিক এ্যাল্ব ৪ মাত্রায় অব্যর্থ।

☛ **লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium) 3-200 ঃ-** ইহার রোগীর অম্ল বা গ্যাষ্ট্রিক রোগে বুক জ্বালা, পেট ফাঁপ দেয়, টক্ বমি, টক্ ঢেঁকুর উঠে, পেটের মধ্যে ভুট্-ভাট্ করে, কোষ্ঠবদ্ধতা, মাঝে মাঝে পাতলা মালের সাথে শক্ত মল নির্গত হয়। বেশ ক্ষুধা, অথচ সামান্য আহারে মনে হয় পেট ভরে গেছে। রোগী রুক্ষ মেজাজী, খুব কৃপণ, ভীতু ও একা থাকতে ভয়, নতুন রোকের আগমনে ভয়, মনের আনন্দে কেঁদে ফেলে, গরম কাতর, কিন্তু গরম খাবার পছন্দ (চেলিড); উর্দ্ধাঙ্গ সরু, নিম্নাঙ্গ মোটা, আহারের পর আলস্য ভাব ও তন্দ্রাচ্ছন্ন, বিকাল ৩-৪ টা থেকে রাত ৮ টার মধ্যে রোগ রক্ষণের বৃদ্ধি (হোলিবোরাস) ইত্যাদি লক্ষণে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

সেবন বিধি ঃ- নিম্ন শক্তি দিনে ৪ মাত্রা এবং 200 শক্তি দিনে ২ মাত্রা। পুরাতন রাগে 1M, 10M বা আরো উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য। একটি ইহা একটি দীর্ঘ ক্রিয় ঔষধ।

☛ **লক্ষণানুসারে (Symptomatic) ঃ-** ক্যাল্কে কার্ব, নাক্স ভম, লাইকোপোডিয়াম।

বায়োকেমিক ঔষধ
BIOCHEMIC MEDICIN

☛ **নেট্রাম ফস (Nat Phos) 3x বা 6x ঃ-** ইহা গ্যাষ্ট্রিক বা অম্ল রোগের মহৌষধ। রোগীর টক্ ঢেঁকুর উঠে, টক্ বমি, টক গন্ধযুক্ত বাহ্যে হয়, বুক জ্বালা করে এবং মুখে জল উঠে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা খুবই কার্যকরী।
সেবন বিধি ঃ- তরুণ রোগে ২-৪ টি ট্যাবলেট (বয়স অনুসারে) মাত্রায় গরম জলসহ ৩/৪ বার এবং পুরাতন রোগে ইহার 60x শক্তি-একই নিয়মে দিনে ২ বার সেব্য।

☛ **বায়ো-প্লাজিন (B.P) নং ২৫ ঃ-** গ্যাষ্ট্রিক বা অম্ল রোগের যে কোন অবস্থায় ইহা সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়।
সেবন বিধি ঃ- ২-৪টি ট্যাবলেট (বয়স অনুসারে) মাত্রায় উষ্ণ জলসহ দিনে ৩ বার খালি পেটে কয়েক দিন সেবনীয়।

আমাশয়
DYSENTRY

আমাশয় রোগ চিকিৎসা আরম্ভের পূর্বেই নাক্স ভমিকা 200 শক্তি এক মাত্রা প্রয়োগ করার অন্ততঃ ২-১ ঘন্টা পর নির্বাচিত অন্য ঔষধ নিয়মিত ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

☛ **আর্টিষ্টা ইন্ডিকা (Artista Indica) ঃ-** ইহার রোগী উদাসীন, বিমর্ষ বা আনন্দ স্ফুর্তিহীন, রোগীর নাভীর চারদিকে খামচানো ব্যথা (এ্যালো, মার্কসল) মলের সাথে সাদা শ্লেষ্মা বা আম, কখনও কখনও মলে তাজা রক্ত মিশ্রিত থাকে।
সেবন বিধি ঃ- ৪-৮ ফোঁটা (বয়স অনুসারে) মাত্রায় ঠান্ডা জলসহ দিনে ৩ বার সেব্য।

☛ **এ্যালো-সকো (Alo Soco) 200 ঃ-** অনেক দিনের আমাশয়। রোগীর বাহ্যের পূর্বে নাভীর চতুর্দিকে খুব ব্যথা (মার্কসল) ও সামনে ঝুকলে উপশম। বাহ্যে এলো, ফস্ করে সাদা থোকা থোকা আম বের হয়ে গেল। গুহ্যদ্বারে উত্তাপ ও তলপেট ভারী বোধ। অনেক সময় শক্ত ডেলা মলও অজ্ঞাতে বের হয়ে যায়। বায়ু নিঃসরণে জ্বালা করে। রোগী অত্যন্ত শৈত্য প্রিয়, ঠান্ডা জলে স্নান করতে চায়।
সেবন বিধিঃ-এক মাত্রা করে দিনে ২/৩ বার সেব্য। প্রয়োজনে আরো উচ্চ শক্তি।

☛ **চায়না (China) θ ঃ-**ইহার রোগীর পেট ফাঁসা ও পেটে বেদনাসহ আমযুক্ত হলদে রং এর হড হড়ে পাতলা বাহ্যে হয়। রোগী দুর্বল ও মলে অপাচ্য খাদ্যাংশ থাকে।
সেবন বিধি ঃ- ৪-৮ ফোঁটা (বয়স অনুসারে) মাত্রায় ঠান্ডা জলসহ দিনে ৩/৪ বার সেবনে অব্যর্থ। ইহা আমাকে অনেক পরীক্ষিত।

☛ **মার্কুরিয়াস সল (Merc Sol) 200 বা ডিসেন্ট্রি কম্পাউন্ড (Dysentry Comp)200ঃ-** আমাশয় রোগীর নাভীর চারদিকে যন্ত্রণা (এ্যালো),বাহ্যে অত্যন্ত

☛ **লক্ষণানুসারে (Symptomatic) ঃ-** অরাম, মিউর, এসিড ফ্লোর, মাইরিষ্টিকা, মেডেহ্রিণাম, র‍্যাটনহিয়া।

বায়োকেমিক ঔষধ
BIOCHEMIC MECICIN

☛ **ক্যাল্কে ফস (Cal Phos) 12x এবং ক্যাল্কে সালফ (Cal Sulph) 12x ঃ-** ভগন্দর রোগে অন্যান্য সব ঔষধ প্রয়োগে ব্যর্থ হলে ইহা উপযোগী।
সেবন বিধি ঃ- (৪+৪) =৮ টি ট্যাবলেট (শিশুদের ৪টি) গরম জলসহ দিনে ২/৩ বার সেবনের পর, ক্রমান্বয় উচ্চ শক্তি ব্যবহারে অব্যর্থ।

গোগ্‌গুল (সরলান্ত্র) বের হওয়া
PROLAPUS RECTI & PROLAPUS ANI

☛ **পডোফাইলাম (Podophylum) 6 ঃ-** ইহাই এই রোগের প্রধান ঔষধ। ইহার প্রধান ক্রিয়া যকৃত ও উদরে। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, পরিমাণে অধিক মলসহ প্রাতঃকালীন উদরাময় এবং আমযুক্ত বাহ্যে। সকাল ৯/১০ টা পর্যন্ত বাহ্যের বৃদ্ধি (এ্রলো)। বাহ্যের সময় বা বাহ্যের পরে কোঁথ দিলে, এমন কি হাঁচি বা কাশি দিলেও গোগ্‌গুল বা হারিস বের হয়ে আসে। পডোতে প্রায়ই গোগ্‌গুল আগে বের হয়, পরে মল নির্গত হয়।
সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে দিনে ৪ বার কয়েক মাত্রা সেবনের পর, ২০০ বা 1M শক্তি। পুরাতন রোগে আরো উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

☛ **মার্কুরিয়াস সল (Merc Sol) 6 বা 30 ঃ-** পারদ দোষদুষ্ট রোগীর মুখ দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর লাল নিঃসরণ, পিপাসা, ঘর্ম, শীত গ্রীষ্ম উভয় কাতর ঋতুগ্রস্থ ব্যক্তিদের দীর্ঘ দিন আমাশয় চলতে থাকলে এবং বাহ্যের সময় অত্যন্ত কোঁথানি দিলে গোগ্‌গুল বা সরলান্ত্র বের হয়ে পড়লে ইহা বিফল হয় না।
সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে দিনে ৩ বার। রোগের পুরাতন অবস্থায় 200, 1M বা আরো উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

☛ **রুটা গ্রান্ডি (Ruta Grandi) 30 বা 200 ঃ-** অনেক দিন যাবৎ উদরাময় ও আমাশয়ে ভোগে বৃদ্ধদের বা অর্শ পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তিদের বাহ্যে বসলেই বা সামান্য কোঁথ দিলেই মলের সঙ্গেঁ হারিস বের হয়ে আসে (ট্রাইকোন্যাস্থিস), স্বাভাবিকভাবে উহা ভিতরে যায় না, তাই হাত দিয়ে ভিতরে ঢুকাতে হয়।
সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে দিনে ২/৩ বার পুরাতন পীড়ায় 1M, 10M বা আরো উত্তম শক্তি। তৎসহ উহার ৩০ ফোঁটা এক আউন্স অলিভ অয়েল বা ভ্যাসেলিনে উত্তমরূপে মিশিয়ে বাহ্যিক প্রয়োগ করতে হয়।

☛ **লক্ষণানুসারে (Symptomatic)ঃ-** ইগ্নেসিয়া, এমন মিউ,র ট্রাইকো-ন্যাস্থিস, ভাইওহকা (পটোল), মিউরেক্স।

অত্যন্ত বেদনা থাকে, কিন্তু বাহ্যেও পর বেদনা থাকে না। ঘন ঘন নিষ্ফল মল ত্যাগের ইচ্ছা দ্যিমান রোগী শীতকাতর।

সেবন বিধি ঃ- (৫+৫) =১০ ফোঁটা মাত্রায় ঠান্ডা জলসহ দিনে ৩ বার খাওয়ার পর কিছু দিন সেবনীয়। প্রয়োজনে ক্রমশঃ উচ্চ শক্তি।

☛ **ট্রম্বিডিয়াম (Trombidium) 30 ঃ-** ইহা তরুণ ও পুরাতন আমাময় রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগীর আম, আম রক্ত, কোঁথানি, শূলুনি, কটা বর্ণের তরল মল, রক্তাক্ত মল, নীচের দিকে ঠেলা মারা বেদনা। কিছু পানাহার করলে উপসর্গের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপযোগী।

সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে দৈনিক ৩ বার খালি পেটে সেব্য।

☛ **মেডোহ্রিণাম (Medorhinum) 1M ঃ-** বংশগত অর্থাৎ পিতা-মাতা থেকে অর্জিত এবং প্রমেহ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুরাতন আমাশয় বা অন্য যে কোন রোগে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার রোগীর হাতে পায়ে অত্যন্ত জ্বালা থাকে, ঠান্ডা জলে বা বাতাসে উপশম (সালফার)। প্রমেহ সম্ভুত সকল প্রকার, যেমন– পুরাতন সন্ধি বাত, সর্বাঙ্গে বাত ও স্নায়ুশূল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি বাতে ইহা খুবই উপকারী।

সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে সপ্তাহে ৩ দিন প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর, ১০শ শক্তির ২ মাত্রা ব্যবহার্য্য। পুরাতন রোগে আরও উচ্চ শক্তি।

বায়োকেমিক ঔষধ
BIOCHEMIC MEDICIN

☛ **ক্যাল্কে সালফ (Cal Sulph) 12x এবং কেলি মিউর (Kali Mure) 12x ঃ-** ইহার রোগীর পুঁজবৎ শ্লেষ্মা, অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসরণে ইহা মহৌষধ। পুরাতন বিশেষতঃ অন্ত্রে ক্ষত হলে ইহা বিশেষ উপযোগী। পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগের ইচ্ছা সহ অল্প পরিমাণ মলত্যাগ (নাক্স ভম) এবং পুঁজময় পিচ্ছিল মল।

সেবন বিধি ঃ- (৪+৪+)=৮ ট্যাবলেট (শিশুদের ৪টি ট্যাবঃ) মাত্রায় উষ্ণ জলসহ দিনে ২/৩ বার কয়েক মাত্রা। প্রয়োজনে 30x শক্তি ব্যবহার্য্য।

রক্তামাশয়
BLOOD DYSENTRY

☛ **আর্জ্জেন্ট নাইট (Argent Nit) 200 বা ক্যাল্কেরিয়া ফস (Cal Phos) 200 ঃ-** এই ঔষদ দু'টিই এনটেরো কোলাইটিস পীড়ায় উপযোগী। রোগী অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ, চোপ্সান মুখ, কোঠরাগত চোখ এবং অবয়ব বৃদ্ধের মত, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ হলে তথায় তীক্ষ্ণ বেদনা। শ্লেষ্মা– পুঁজ মিশ্রিত মল নির্গত হয়, বায়ু নিঃসরণসহ বাহ্যে রক্তাল্পতা, রক্তামাশয়, গন্ডমালা ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইহা কার্যকরী।

শব্দে বায়ু নিঃসরণ হয়। দুর্গন্ধযুক্ত হলদে বা সবুজ মল। আবার হলদে মল কাপড়ে কিছুক্ষণ থাকলে উহার রং সবুজাভ নীল হয়ে যায়। দীর্ঘ দিনের পুরাতন পীড়ায়– যেখানে অন্ত্রের ক্ষত হয়েছে বলে মনে হয়, সেখানেও আর্জেন্ট নাইট উপকারী।

সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে দিনে ৩ বার। পুরাতন রোগে 200 বা আরো উচ্চ শক্তি।

☛ **ক্যাল্কেরিয়া ফস (Calcerea Phos) 30 ঃ-** ইহার ধাতুগ্রস্থ শিশু অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ, দুগ্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দুধ খেলেই শিশু দধি বা ছানার ন্যায় টক্ গন্ধযুক্ত বমি করে। বাহ্যের রং সাদা বা সবুজ কিম্বা হলদে। মল ও বমির গন্ধ কখনও টক্, আবার কখনও পঁচ মাখনের ন্যায় কুট্ গন্ধযুক্ত (দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুগ্ধ সহ্য হয় না, অজীর্ণ দুধ বাহ্যে করে– ম্যাগ্নেসিয়া ফস, ম্যাগ্নেসিয়া মিউর)।

সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে দিনে ৩ বার। প্রয়োজনে 200 বা আরো উচ্চ শক্তি।

☛ **চায়না (China) 3x বা 6 ঃ-** ফল ফলাদি আহার করার পর উদরাময় (ফল বা ঠান্ডা পানীয় আদৌ সহ্য হয় না– ইল্যাপস্)। তৎসহ সমস্ত পেট ফাঁপা, বায়ু নিঃসরণ হয় না, মলে দুর্গন্ধ থাকে, মল হলদে বর্ণ, মলে গোটা গোটা খাদ্যাংশ থাকলে ইহা খুবই কার্যকরী।

সেবন বিধি ঃ- এক মাত্রা করে ২-৩ ঘন্টা অন্তর সেব্য। প্রয়োজনে আরো উচ্চ শক্তি।

☛ **চ্যাপারো অ্যামাগোসা (Chaparo Amago) ঃ-** অতি পুরাতন ও দুরারোগ্য উদরাময়, রক্তামাশয় ইত্যাদি যা কিছুতেই আরোগ্য হয় না। রোগীর যকৃত বা লিভার প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা ও স্পর্শকাতরতা, মল ত্যাগ কালে বেদনা থাকে না, কিন্তু মলের সাথে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা বা আম নির্গত হয়।

সেবন বিধি ঃ ১০–২০ ফোঁটা (বয়স অনুসারে) মাত্রায় ঠান্ডা জলসহ দিনে ৩ বার কয়েক দিন সেবনে অব্যর্থ ফলপ্রদ।

☛ **নাক্স ভমিকা (Nux Vom) 3x বা 6 ঃ-** অতিরিক্ত ভোজন বা মিষ্টি খাদ্য দ্রব্য আহারের পর উদ্‌রাময়। পুনঃ পুনঃ বাহ্যের বেগ হয়, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বাহ্যে হয় না, মলের পরিমাণও অতি সামান্য। কলহ প্রিয়, খিট্‌খিটে, হিংসুটে, স্নায়ু ও রক্ত প্রধান, মাদক সেবী, রাত জাগা, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ রোগীদের পক্ষে ইহা উপযোগী।

সেবন বিধি ঃ– এক মাত্রা করে ২-৪ ঘন্টা অন্তর সেবনে অব্যর্থ। ইহা প্রয়োগ করে অনেক রোগী আরোগ্য করছি।

☛ **পালসেটিলা (Pulsetila) 30 ঃ-** তৈলাক্ত, ঘৃত পক্ক, অতিরিক্ত মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্যদ্রব্য আহারের ফলে উদরাময়। রোগী শান্ত-নম্র স্বভাবের, সামান্য কথায় কেঁদে ফেলে (সিপিয়া), গরম কাতর, মুক্ত বা খোলা হাওয়া পছন্দ করে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

সেবন বিধি ঃ– এক মাত্রা করে ৩/৪ ঘন্টা অন্তর সেবনীয়। পুরাতন পীড়ায় উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য। ইহা অনেক ক্ষেত্রে আমার পরীক্ষিত।

☛ **লক্ষণানুসারে (Symptomatic) ঃ-** আর্সেনিক, হপিকাক, ক্যাম্ফর, ক্যাল্কে কার্ব, ক্যামোমিলা, ফাইটোলাক্কা, রিউম।

বায়োকেমিক ঔষধ
BIOCHEMIC MEDICIN

☛ **ক্যাল্কেরিয়া ফস (Cal Phos) 6x ঃ-** শিশুদের দাঁত উঠার সময় সবুজ পিচ্ছিল, তরল ও দুর্গন্ধযুক্ত মল সশব্দে চতুর্ধিকে ছিটকে পড়ে (পিচকারীর মত বেগে মল নির্গত হয়– ক্রোটন টিগ)। শিশুর হজম শক্তি খুবই কম, মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ এবং তাকে কোলে নিয়ে বেড়ালে শান্ত থাকে (ক্যামোমিলা ১২ শক্তি)।
সেবন বিধি ঃ- ২-৪ বটিকা (বয়স অনুসারে) মাত্রায় উষ্ণ জলসহ ২/৩ ঘন্টা অন্তর কয়েক মাত্রা সেব্য। হোমিও মতে 6 বা 30 শক্তি।

☛ **কেলি ফস (Kali Phos) 6x ঃ-** তৈলাক্ত ও গুরুপাক খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ জনিত উদরাময়, রোগীর জিহ্বা সাদা ময়লা দ্বারা লেপাবৃত, শরীর অতিশয় দুর্বল। রোগী সাদাটে, ফ্যাকাশে, কদর্ম বা হরিদ্রাভ বর্ণের তরল মল ত্যাগ করে।

সেবন বিধি ঃ– ২-৪ বটিকা (বয়স অনুসারে) মাত্রায় উষ্ণ জলসহ ৩/৪ ঘন্টা অন্তর সেবনে অব্যর্থ। হোমিও মতে 6 বা 30 শক্তি।

☛ **ফেরাম ফস (Ferrum Phos)12x ঃ-** দীর্ঘ দিন যাবৎ দুর্দমনীয় উদরাময় ও ঠান্ডা লেগে উদরাময়ে ইহা উল্লেখযোগ্য ঔষধ। ইহার মল জলের মত পাতলা, অনেক দূর গড়িয়ে যায়, তাতে অতি ক্ষুদ্র খাদ্যাংশ মিশ্রিত থাকে। রোগীর কখনও কখনও ক্ষুধার অভাব থাকে। শিশুদের যাবতীয় অসুখের প্রাথমিক অবস্থায় ইহা কার্যকরী ঔষধ।

সেবন বিধি ঃ- ২-৪ বটিকা (বয়স অনুসারে) মাত্রায় উষ্ণ জলসহ দিনে ৩ বার। বহু দিনের উদরাময়ে ইহা প্রয়োগ করে আমি অব্যর্থ ফল পেয়েছি।

ঋতু অনুসারে উদরাময়
SEASONAL DYARRHOEA

☛ **এ্যালো সকোট্রিনা (Alo Socotrina) 200 ঃ-** প্রাতঃকালে অর্থাৎ ভোর ৫ টায় বাহ্যের বৃদ্ধি পায়। মল হলদে বর্ণের ভচকা ভচকা জলের মত তরল, গরম এবং আম মিশ্রিত। বাহ্যে অসাড়ে নির্গত হয়, এমন কি বায়ু নিঃসরণের সংগেই মল বের হয়ে পড়ে, অনেকে ইহা পাছা গলা বলে (নেট্রাম মিউর, আয়োড, এসিড মিউর, ওলিয়েন্ডার)। মল দ্বারা সর্বদাই ভার বোধ। আহারের টিক পরেই বাহ্যে হাওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ।
সেবন বিধি ঃ– এক মাত্রা করে দৈনিক ২/৩ বার কয়েক মাত্রা সেব্য।